[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জন্য ভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে। টিম মিটিংয়ে ম্যাচের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নিজেদের করণীয় সম্পর্কে সবাই ভালোভাবে জেনেছে।’

আফগানদের বিপক্ষে ৭ উইকেটে পরাজয়ে ব্যাটিং ব্যর্থতাই সবচেয়ে বড় করে দেখা হচ্ছে। মোসাদ্দেক হোসেনের হার না মানা ৪৮ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই করে দেখাতে পারেনি বাংলাদেশি ব্যাটারদের কেউ।

বাংলাদেশ দলের টপ ও মিডলঅর্ডারের ৬ জনকেই আউট করেছেন আফগানিস্তানের দুই স্পিনার মুজিব ও রশিদ খান। আজকের ম্যাচে বাংলাদেশ দলের ভয় দুই লংকান স্পিনার থিকসেনা ও হাসারাঙ্গাকে নিয়ে।

যে কারণে টপঅর্ডার থেকে একজন বাঁহাতি ব্যাটার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সে ক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন মোহাম্মদ নাঈম।

প্রথম ম্যাচে মাত্র ৫ রানে আউট হওয়া এনামুল হক বিজয়ে সন্তুষ্ট নয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এ ম্যাচে তাকেও বসিয়ে রাখার আভাস মিলেছে।

তা হলে এ দুজন বাদ পড়লে আজ শ্রীলংকার বিপক্ষে ওপেনিংয়ে নামবেন কে কে? সাকিব-মুশফিক!

বিসিবি সূত্র বলছে, মোহাম্মদ নাঈমের বদলে আজ ওপেনিংয়ে নামানো হতে পারে সাব্বির রহমানকে। তার সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে পারে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে ওপেনিংয়ে খেলানো মেহেদী হাসান মিরাজকে।

এ দুজনকে দিয়ে ওপেনিংয়ে ভালো শুরু করতে চাইছে বাংলাদেশ। হার্ডহিটার সাব্বিরকে দিয়ে পাওয়ার প্লে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বুধবার এমনটিই জানান বাংলাদেশ দলের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজন।

সুজন বলেছেন, ‘আমরা যদি শুরুতে খুব বেশি উইকেট না হারিয়ে ভালো করতে পারি, তা হলে আদর্শ হবে। প্রথম ৬ ওভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে হবে। আমরা যদি ব্যাটিং- বোলিংয়ে প্রথম পাওয়ার প্লে জিততে পারি, তা হলে হয়তো আমরা ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।’

পরিসংখ্যানে এগিয়ে শ্রীলংকা। দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ১২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে। তাতে বাংলাদেশের জয় ৪টি আর শ্রীলংকার ৮টিতে। সবশেষ গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শারজায়

হেরেছিল ৫ উইকেটে।

হারের কারণ নিয়ে যা বললেন মোসাদ্দেক

এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে দলের হারের জন্য ১০ থেকে ১৫ রানের ঘাটতির কথা জানিয়েছেন অলরাউন্ডার মোসাদ্দেক হোসেন।

আফগানদের সামনে ১২৭ রানই হয়তো যথেষ্ট। কিন্তু আফগান ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম জার্দানের তাণ্ডবের সামনে আর টিকতে পারেনি বাংলাদেশ।

মোসাদ্দেক বলেন, আর ১০-১৫ রান বেশি করা গেলে শারজাহ থেকে জয় নিয়েই ফিরতে পারতেন তারা। ২৮ রানে ৪ উইকেট হারানো দল যে শেষ পর্যন্ত লড়ার মতো রান করতে পারে, সেই কৃতিত্ব মূলত মোসাদ্দেকেরই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হতাশা।

লম্বা একটা সময় ম্যা চে চালকের আসনে ছিল সাকিব আল হাসানের দলই। শেষ ৬ ওভারে আফগানিস্তানের প্রয়োজন ছিল ৬৩ রান। শারজাহর মন্থর উইকেটে কাজটাকে খুব কঠিন বলেই মনে হচ্ছিল একটা পর্যায়ে। নাজিবউল্লাহর মনে ছিল অন্য ভাবন। ৬ ছক্কায় ১৭ বলে ৪৩ রান করে তিনি ম্যাচ শেষ করে দেন ৯ বল আগে।

ম্যাচে বাংলাদেশের সেরা পারফরমার। টি-টোয়েন্টিতে আগের সেরা ৩৪ ছাড়িয়ে এবার তিনি খেলেন ৩১ বলে অপরাজিত ৪৮ রানের ইনিংস। পরে উইকেটও নেন একটি। ম্যা চ শেষে সংবাদ সম্মলেনে তিনি বললেন, ১৪০ রানের আশেপাশে স্কোর থাকলে হয়তো খেলার চিত্রটা ভিন্ন হতে পারত।

তিনি বলেন, এখানে ব্যাটিং করা কঠিন ছিল, নিচু ছিল। ওরা ভালো করেছে, ফলে ওদের কৃতিত্ব দিতে হবে। তবে ১০-১৫ রান কম করেছি আসলে।

মোসাদ্দেকের মতে, শুরু থেকে ক্রমাগত উইকেট হারানোয় বড় রানের ওভারের জন্য ঝুঁকি নেওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, (বড় ওভার) মিসিং ছিল, সেটি করার মতো অবস্থানে প্রায় চলে গিয়েছিলাম। তবে উইকেট হারালে কঠিন হয়ে যায়। উইকেট রাখতে পারলে, ১৫ ওভার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে ভিন্ন হতো। ওরা ভালো খেলেছে।

হেরে যাওয়ার পর মোসাদ্দেকের দাবি, সাকিব ভাইয়ের বার্তা ছিল, সেটি পরিষ্কার ছিল। আপনারাও সেটি দেখেছেন। সবাই শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করেছি। পারি নাই। পরের ম্যাচে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

এশিয়া কাপে টিকে থাকতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সেদিন জিতলে নিশ্চিত হবে সুপার ফোর। হেরে গেলে বিদায়।

বাংলাদেশের আফগান চ্যালেঞ্জ আজ, সাকিব খেলবেন শততম টি-টোয়েন্টি

এশিয়া কাপে শ্রীলংকার বিপক্ষে দাপুটে জয়ের পর আফগানিস্তান দলের আত্মবিশ্বাস আকাশছোঁয়া। তাদের পারফরম্যান্স রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশি সমর্থকদের মনে। আইসিসির টি-২০ র্যাংকিংয়ের অবস্থান নিশ্চিতভাবেই এই ফরম্যাটে দুই দল সম্পর্কে হয়তো সঠিক বার্তা দিতে পারছে না। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টাইগারদের চেয়ে পরিণত দল আফগানিস্তান। এই তথ্যে বিভ্রান্তির সুযোগ কম।

চলমান এশিয়া কাপে দারুণ ফর্মে আছে মোহাম্মদ নবির দল। শ্রীলংকাকে উড়িয়ে দেওয়া আফগানদের বিপক্ষেই আজ বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হবে, যে ম্যাচে নবির দলটার সঙ্গেই থাকছে ‘ফেভারিটের’ তকমা। শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

তবে উড়তে থাকা আফগানদের ওপর হামলে পড়ার উপলক্ষ্য আছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সামনে। কারণ আজ মাঠে নামতেই দেশের তৃতীয়

ক্রিকেটার হিসেবে টি-২০তে ম্যাচ খেলার ‘সেঞ্চুরি’ পূর্ণ করবেন সাকিব আল হাসান। অধিনায়কের শততম ম্যাচটা জয়ের আবিরে রাঙাতে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস। জ্বলে উঠতে হবে দল হিসেবে।

আফগান পরীক্ষায় টাইগারদের পক্ষে নেই পরিসংখ্যান, পারিপার্শ্বিকতা। এটুকু বিশ্বাস অবশ্য আছে যে, আফগানদের মাটিতে নামানোর সামর্থ্য আছে টিম বাংলাদেশের। আগের আট বারের সাক্ষাতে তাদের কাছে পাঁচ বার হেরেছে বাংলাদেশ, জিতেছে তিন বার। আবার শেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয় চিন্তার কারণ বটে। অধিনায়ক সাকিবের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দলের বড় সাহস। ক্যারিয়ারের শততম ম্যাচে বাঁহাতি এই অলরাউন্ডারের কাছেও ব্যবধান গড়া পারফরম্যান্স চায় বাংলাদেশ। সঙ্গে এই ফরম্যাটের অভিজ্ঞ বোলার মুস্তাফিজুর রহমানের জ্বলে ওঠা প্রয়োজন। বিজয়, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, শেখ মেহেদীরা পারফর্ম করতে পারলে আফগানদের হারানো সম্ভব।

দুরন্ত ছন্দে থাকা আফগানিস্তান দলের মূল শক্তি বোলিং। স্পিনার রশিদ খান, মুজিব, নবিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফজল হক ফারুকির ক্ষুরধার পেস বোলিং। সামনে তাই কঠিন চ্যালেঞ্জ, যা উতরে যেতে হবে সাহসী ব্যাটিং দিয়ে। সাকিব-মুস্তাফিজ-মেহেদীকে নিয়ে বাংলাদেশের বোলিংটাও নেহাত খারাপ নয়। ভারতীয় ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জেরকারের মতে, আজকের ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবেন ব্যাটসম্যানরা। যে দলের ব্যাটিং ভালো হবে, তারাই জয়ের হাসি হাসবে।

এখন দেখার বিষয় সাকিব, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহর ৩১৮ ম্যাচের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে স্বস্তি এনে দিতে পারে কি না।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাল ভারত

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দলের জয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন রবিন্দ্র জাদেজা ও হার্দিক পান্ডিয়া।

ওই ওভারের তৃতীয় বলে ফেরেন খুশদিল শাহ। ১৪.৩ ওভারে ৯৭ রানে পাকিস্তান হারায় টপ অর্ডারের ৫ ব্যাটসম্যানের উইকেট।

ভারতের বিপক্ষে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ১৯.৫ ওভারে ১৪৭ রান তুলতে সমর্থ হয় পাকিস্তান। ভারতের হয়ে ৪ ওভারে ২৮ রানে ৪ উইকেট নেন পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ৩ উইকেট শিকার করেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

বাবর তিন সংস্করণেই সেরা ব্যাটার: কোহলি

দীর্ঘসময় রানখরায় ভুগছেন বিরাট কোহলি। তিন অংকের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পাচ্ছেন না হাজার দিন পেরিয়ে।

অথচ খুব দ্রুত সময়ে ৭০টি সেঞ্চুরির মালিক হয়ে যান ভারতের সাবেক অধিনায়ক। ধারণা করা হচ্ছিল, এভাবে ধারাবাহিক ফর্মে থাকলে এক সময় সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা স্বদেশি লিজেন্ড শচিন টেন্ডুলকারকে ছাপিয়ে যাবেন কোহলি।

কিন্তু তা আর হলো কই। সময় বলছে, এ মুহূর্তে সেরা ব্যাটার পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজম। এ নিয়ে কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা করে দ্বন্দ্বে মাতেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

তবে সেই দ্বন্দ্বে না গিয়ে কোহলি নিজেই স্বীকার করে নিলেন, সময়ের ‘সেরা’ ব্যাটার বাবর আজমই।

এশিয়া কাপকে সামনে রেখে স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলেন কোহলি। সেখানে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত বর্তমান সময়ে তিন সংস্করণেই শীর্ষ ব্যাটসম্যান বাবর। বাবর ধারবাহিকভাবে পারফর্ম করছে। ও দারুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবং আমি সব সময় ওর ব্যাটিং দেখতে পছন্দ করি।’

২০১৯ বিশ্বকাপের সময় থেকে একই ফর্মে আছেন বাবর, দুর্দান্ত সব ইনিংস খেলে যাচ্ছেন। কিন্তু তার শরীরী ভাষায় সেই অহংবোধ দেখা

যায়নি – এমনটাই মনে করেন কোহলি।

বাবরের প্রশংসায় কোহলি বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আমি তার মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ দেখেছি, তার একটুও পরিবর্তন হয়নি। এখন ও ভালো পারফর্ম করছে বলে কিংবা নিজের আলাদা জায়গা তৈরি হয়েছে বলে একটুও বদলে যায়নি। আমার প্রতি তার সম্মানজনক মনোভাব কমেনি।’

উল্লেখ্য, দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলনের সময় কোহলি-বাবরের দেখা হয়েছিল। ধারাবহিকভাবে এমন দারুণ পারফরম্যান্স করার জন্য বাবরকে তখন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কোহলি। বাবরও সেদিন কোহলির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে তার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেন।

শ্রীলংকা-আফগানিস্তানের এশিয়া কাপ লড়াই আজ সম্ভাব্য একাদশ

সংযুক্ত আরব আমিরাতে আজ পর্দা উঠছে এশিয়া কাপের ১৫তম আসরের। ১১ সেপ্টেম্বর ফাইনাল।

অস্ট্রেলিয়ায় টি ২০ বিশ্বকাপ সামনে রেখে মরুর বুকে ছয় জাতির এই টি ২০ মহাযজ্ঞে নিজেদের মেলে ধরতে উন্মুখ অনেকেই।

ছয় দলের এই টুর্নামেন্টে দুটি গ্রুপ। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান আর বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা হংকং।

‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তান।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ মুখোমুখি শ্রীলংকা আর আফগানিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়।

টি-টোয়েন্টি অনিশ্চয়তার খেলা হলেও শক্তিমত্তা আর পরিসংখ্যান বিবেচনায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে লঙ্কানদের ফেবারিট মানছেন অনেকেই।

দুই দলের মধ্যে কে এগিয়ে? প্রশ্নে কাগজে-কলমে লঙ্কানদের এগিয়ে রাখবে ক্রিকেটবিশ্ব। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দেখলে আবার এগিয়ে রয়েছে আফগানিস্তান।

২০২০ সালের পর শ্রীলংকা টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে মাত্র একটি। তাও ভারতের দ্বিতীয় সারির দলের বিপক্ষে। আর আফগানিস্তান জিতেছে ৫টি। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে রশিদ খানের দল, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জিতেছে দুটি, একটি ড্র করেছে বাংলাদেশের সঙ্গে।

আফগানিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ
হজরতউল্লাহ জাজাই, রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইব্রাহিম জাদরান, নাজিবুল্লাহ জাদরান, মোহাম্মদ নাবি (অধিনায়ক), সামিউল্লাহ শিনওয়ারি, রশিদ খান, করিম জানাত, নাভিন-উল-হক, মুজিব উর রহমান, নুর আহমেদ।

শ্রীলংকার সম্ভাব্য একাদশ

কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), দানুশকা গুনাথিলাকা, চারিথ আসালাঙ্কা, ভানুকা রাজাপাকসে, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা/ আসেন বান্দারা, দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, চামিকা করুনারত্নে, মাহিশ থিকসানা, মাথিসা পাথিরানা, দিলশান মধুশঙ্কা।

সুজনের ফোনকলে বাংলাদেশে ছুটে আশা শ্রীরাম

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এখন আর টাইগারদের কোচ নন রাসেল ডমিঙ্গো। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত টেস্ট ও ওয়ানডে ফরম্যাট নিয়ে থাকবেন তিনি।

বাংলাদেশ দলকে কুড়ি ওভারের এই ফরম্যাটে ছন্দে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলীয় প্রবাসী ভারতীয় কোচ শ্রীধরন শ্রীরামকে। তাকে দলের টেকনিক্যাল পরামর্শক নিয়োগের আগে শ্রীরামকে ঠিকভাবে

চিনতেনই না দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা। অনেকে তো এই প্রথম নাম শুনেছেন।

কারণ শ্রীরামের বলার মতো ক্রিকেট ক্যারিয়ার নেই। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৮টি। তবে কীভাবে এত দ্রুত তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

সে কথা জানালেন শ্রীরাম নিজেই। জানালেন বাংলাদেশের টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজনের এক ফোনকলেই ছুটে এসেছেন বাংলাদেশে।

বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে শ্রীরাম বলেন, ‘আমি কেবল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দায়িত্ব ছেড়ে টিএনপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলাম। তখন খালেদ মাহমুদ সুজন আমাকে ফোন করেন। তিনি জানান, আমাকে টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট হিসেবে পেতে চায় বিসিবি। এর পর ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে যায়। এখন আমি আপনাদের সামনে। আমি মনে করি খুব সহজে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি।’

কোচ না টেকনিক্যাল পরামর্শক হলেন, এ পদে কী কাজ— সেটিও পরিষ্কার করলেন সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার।

তিনি বলেন, ‘আমি আমার ভূমিকা সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার। কোচিং স্টাফে দক্ষ কয়েকজন কোচ আছে। আমি আশা করি তারা দারুণভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। আমার মূল কাজটা হচ্ছে অধিনায়ক, টিম ডিরেক্টর ও এসব দক্ষ কোচদের সমন্বয় করে কাজ করা। অস্ট্রেলিয়া ও আইপিএলে আমার অর্জিত টি-টোয়েন্টির কোচিং অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোটাই মূল পরিকল্পনা। আমি বলছি না যে দলটাকে আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি। আমি কেবল সব বিষয়কে একত্রিত করব।’

ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে বাবর আজম প্রথম কোহলি পঞ্চম

ফর্মের তুঙ্গে আছেন বাবর আজম। নেদারল্যান্ডস সিরিজে টানা তিনটি ফিফটি পেয়েছেন। ভেঙেছেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি হাশিম আমলার এক

বিশ্বরেকর্ড।

এবার আরও এক সুখবরে ভাসালেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। বুধবার প্রকাশিত সবশেষ আইসিসি র্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে তার নাম।

তবে তার সতীর্থ ইমাম-উল-হক দুই ধাপ পিছিয়ে চারে নেমে গেছেন। দুই ও তিন নম্বরে উঠেছেন দুই প্রোটিয়া রাসি ফন ডার ডুসেন ও কুইন্টন ডি কক।

ওডিআই র্যাংকিং-এ শীর্ষে থাকা বাবরের পয়েন্ট এখন ৮৯০। ইমামকে চারে নামিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে উঠে আসা ডুসেন ও ডি কবের পয়েন্ট যথাক্রমে ৭৮৯ ও ৭৮৪। ইমামের পয়েন্ট ৭৭৯। কোনো ফর্মে না থেকেও র্যাংকিংয়ে ৫ম অবস্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। ভারতের সাবেক অধিনায়কের পয়েন্ট ৭৪৪। তার থেকে ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে দলটির বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ৭৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ৭ম অবস্থানে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

ব্যাটারদের র্যাংকিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে ১৩ নম্বরে উঠেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ডিন এলগার।

ওয়ানডে ব্যাটারদের র্যাংকিংয়ে এক লাফে ৯৩ ধাপ এগিয়ে ৩৮ নম্বরে উঠেছেন ভারতের শুবমান গিল। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে ২৪৫ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। সিরিজের শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করা জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা (২৫) এগিয়েছেন চার ধাপ।

এদিকে বোলারদের তালিকায় আগের মতোই শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স, দুইয়ে ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

লর্ডস টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে সাত উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন কাগিসো রাবাদা। প্রোটিয়া পেসারের সেই দুর্দান্ত বোলিংয়ের প্রতিফলন পড়েছে র্যাংকিংয়ে। টেস্ট বোলারদের তালিকায় দুই ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন রাবাদা। পেছনে ফেলেছেন ভারতের পেসার জাসপ্রিত বুমরা ও পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদিকে।

এক ধাপ করে পিছিয়ে আফ্রিদি চারে ও বুমরা পাঁচে নেমে গেছেন। রাবাদার সতীর্থ আনরিখ নর্কিয়া ১৪ ধাপ এগিয়ে এখন ২৫ নম্বরে।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে যা বললেন ওয়াসিম আকরাম

আর মাত্র দুই দিন পর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান পরস্পর মুখোমুখি হবে। তবে তার আগে ক্রিকেটবিশ্বে চলছে চরম উত্তেজনা। এ বিষয় কিংবদন্তিরা একেকজন একেক মত প্রকাশ করছেন। এবার পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরামের মতে, এখন ভারতকে যে কোনো দিন হারাতে প্রস্তুত তার উত্তরসূরিরা।

এর আগে বিশ্বকাপে ভারতের মুখোমুখি হলেই যেন পথ হারিয়ে ফেলত পাকিস্তান। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে প্রথম ১২ ম্যাচে ছিল জয়শূন্য। ব্যর্থতার চক্র ভাঙে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরে। গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে সুপার টুয়েলভের ম্যাচে পায় রেকর্ড গড়া জয়।

ভারতের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের উদ্বোধনী জুটিতেই পেরিয়ে যায় পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে সেটিই তাদের প্রথম ১০ উইকেটের জয়।

এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ে এগিয়ে ভারতই। টুর্নামেন্টে দুই দলের ১৪ বারের দেখায় ভারতের জয় ৮ ম্যাচ, পাকিস্তানের জয় ৫টিতে। একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত।

এশিয়া কাপে এবার দ্বিতীয় দিন মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি মাঠে হবে আগামী রোববার। স্টার স্পোর্টসের একটি মিডিয়া সেশনে মঙ্গলবার পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম বলেন, বাড়তি আত্মবিশ্বাসে এই ম্যাচে এগিয়ে থাকবে তার উত্তরসূরিরা।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান দল উন্নতি করছে। তারা ধারাবাহিকভাবে ভালো করে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে জয়, যদিও সেটি এক বছর আগে, তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে ভারতের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার।